BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলাদেশ বিষয়াবলি

লেকচার ০৮

Lecture Contents

❑ বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা-১

বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা

রাষ্ট্রের উপাদান হলো চারটি। যথাঃ জনসংখ্যা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব। এই চার উপাদানের মধ্যে সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রের যন্ত্রস্বরূপ। সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার সকল কাজ সম্পন্ন করে। 'সরকার' রাষ্ট্রের মূল চালিকা শক্তি। রাষ্ট্রের মুখপাত্র হলেন সরকার। সাধারণভাবে সরকার ব্যবস্থা বলতে আমরা বুঝি আইন পরিষদ, রাজনৈতিক দল, মন্ত্রিপরিষদ, শাসনকর্তা, আদালত ও পুলিশ।

⇒ **রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গ:**

১. আইনসভা
২. শাসন বা নির্বাহী বিভাগ ও
৩. বিচার বিভাগ।

রাষ্ট্র

- *১. আইন বিভাগ/ জাতীয় সংসদ (স্পিকারের অধীন)*
- *২. নির্বাহী বিভাগ/ শাসন বিভাগ (প্রধানমন্ত্রীর অধীন)*
- *৩. বিচার বিভাগ (প্রধান বিচারপতির অধীন)*

⇒ মহামান্য রাষ্ট্রপতি উপর্যুক্ত তিন বিভাগের সাংবিধানিক প্রধান

আইন, শাসন ও বিচার বিভাগসমূহ

⇒ **শপথ পড়ানো সংক্রান্ত তথ্য :**

ব্যক্তি	যাদের শপথ পড়ান
রাষ্ট্রপতি	(১) প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ (২) স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার (৩) প্রধান বিচারপতি
স্পিকার	জাতীয় সংসদের সদস্য ও রাষ্ট্রপতিকে
প্রধান বিচারপতি	(১) প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনার (২) মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (৩) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্য
প্রধানমন্ত্রী	সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান

১ আইন বিভাগ

■ বাংলাদেশের আইন বিভাগ *(The Legislature)*

বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইন বিভাগের কথা বলা হয়েছে। আইন প্রণয়ন করাই আইন পরিষদের অন্যতম কাজ। আইন প্রণয়ন ছাড়াও আইন পরিষদ কোন কোন ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ করা, সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত কাজ, অর্থ সংক্রান্ত কাজ, বিচার সংক্রান্ত কাজ, নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ, প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ইত্যাদি কার্য সম্পাদন করে থাকে। বাংলাদেশের আইন বিভাগ বা আইন পরিষদের নাম জাতীয় সংসদ *(House of the Nation)*।

■ জাতীয় সংসদ

বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চম ভাগের ১ম পরিচ্ছেদের ৬৫ (১) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, 'জাতীয় সংসদ' নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা সংসদের উপর ন্যস্ত হইবে।

⇒ **প্রতীক:** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রতীক শাপলা ফুল।

■ জাতীয় সংসদের আসন বিন্যাস

বাংলাদেশ ৩০০টি একক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত। জাতীয় সংসদের ১ নং আসন পঞ্চগড় জেলায় এবং ৩০০ নং আসন বান্দরবান জেলায় অবস্থিত। ঢাকা জেলায় জাতীয় সংসদের সবচেয়ে বেশি (২০টি) আসন রয়েছে। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জাতীয় সংসদের ১৫টি আসন রয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ৮টি এবং ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৭টি। সবচেয়ে কম জাতীয় সংসদের আসন রয়েছে রাঙামাটি (১টি), খাগড়াছড়ি (১টি) এবং বান্দরবান (১টি) জেলায়।

■ জাতীয় সংসদ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি

⇒ **সংসদ নেতা:** সংসদ নেতা বলতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন নেতাকে বোঝায়।

⇒ **বিরোধী দলীয় নেতা:** সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য বিশিষ্ট বিরোধী দল এবং বিরোধী দলগুলোর সকল সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি বিরোধীদলীয় নেতা হয়ে থাকেন। বিরোধীদলীয় নেতা একজন পূর্ণ মন্ত্রীর মর্যাদা এবং সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

⇒ **চীফ হুইপ:** সরকারি এবং বিরোধী উভয় দলেই একজন করে চীফ হুইপ থাকেন। তাদের কাজ সহায়তা করার জন্য আরও কয়েকজন হুইপ থাকেন। নিজ নিজ দলের সংসদ সদস্যদের নিজ দলের পদে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করা, দলিলাদি ও কাগজপত্র সরবরাহ করাই তার অন্যতম কাজ।

সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

বাংলাদেশ সংবিধানে 'সংসদে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা' বিষয়টি উল্লেখ আছে– ৬৬ অনুচ্ছেদে

(i) **যোগ্যতা:** জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হতে হলে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নোক্ত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে;
২. অন্যূন ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে;
৩. তাঁর নাম সংসদ নির্বাচনে ভোটার তালিকাভুক্ত হতে হবে।

(ii) **অযোগ্যতা:** কোনো ব্যক্তি সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার এবং সংসদ সদস্য থাকার যোগ্য হবেন না; যদি তিনি-

ক. কোনো উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ বলে ঘোষিত হন;
খ. দেউলিয়া ঘোষিত হবার পর দায় হতে অব্যাহতি লাভ না করে থাকেন;
গ. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেন কিংবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেন;
ঘ. নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং মুক্তিলাভের পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত না হয়ে থাকে;
ঙ. ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীনে যে কোনো অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়ে থাকেন;
চ. আইনের দ্বারা পদাধিকারীকে অযোগ্য করছে না এমন পদ ব্যতীত তিনি প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোনো ঘোষিত লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন; অথবা,
ছ. কোনো আইনের দ্বারা বা অধীন অনুরূপ নির্বাচনের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হন।

■ **সংসদ সদস্য পদের আসন শূন্য হওয়ার কারণ:** সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে; যদি-

১. ক. তাঁর নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে নব্বই দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্ধারিত শপথ গ্রহণ বা ঘোষণা করতে ও শপথপত্রে বা ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দান করতে অসমর্থ হন;
খ. সংসদের অনুমতি না নিয়ে তিনি একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন;
গ. সংসদ ভেঙে যায়;
ঘ. তিনি নির্বাচিত হবার পর এ সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীনে অযোগ্য ঘোষিত হন; অথবা
ঙ. কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হয়ে কোনো ব্যক্তি কোনো নির্বাচনে সংসদ সদস্য- নির্বাচিত হবার পর উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন।

২. কোনো সংসদ-সদস্য স্পিকারের নিকট স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারেন।

■ **সংসদের মেয়াদ:** জাতীয় সংসদের কার্যকাল ৫ (পাঁচ) বছর।

■ **কোরাম :** সংবিধানের ৭৫ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কোরাম গঠিত হবে। অর্থাৎ সংসদে ন্যূনতম এক পঞ্চমাংশের অর্থাৎ $\left(৩০০ \times \frac{১}{৫}\right) = ৬০$ জন সংসদ সদস্য উপস্থিত না হলে স্পিকার সংসদ অধিবেশন শুরু করবেন না অথবা সংসদ অধিবেশনরত থাকলে তা স্থগিত করবেন। এটি সংবিধানের ৭৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

■ **অধিবেশন:** জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করবেন। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত ও ভেঙ্গে দিতে পারবেন। জাতীয় সংসদের অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।

■ **সংসদে উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ:** সংবিধানের ৬৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার পর প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে ৯০ দিনের মধ্যে তিনি তৃতীয় তফসিলে নির্বাচিত হিসেবে শপথ গ্রহণ ও স্বাক্ষরদান করবেন, নইলে তাঁর সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে। কোনো জাতীয় সংসদ সদস্য যদি সংসদের অনুমতি না নিয়ে একাদিক্রমে নব্বই বৈঠক দিবস অনুপস্থিত থাকেন, তাহলে তাঁর আসন শূন্য হবে। অবশ্য জাতীয় সংসদ ভেঙ্গে গেলেও সংসদ সদস্যের আসন শূন্য হবে।

■ **সংসদীয় কমিটি:** জাতীয় সংসদের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সংবিধানের ৭৬(১) অনুচ্ছেদে তিন ধরনের স্থায়ী কমিটির কথা বলা হয়েছে। এগুলো হলো- ১. সরকারি হিসাব কমিটি, ২. বিশেষ অধিকার কমিটি, ৩. অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। এছাড়াও রয়েছে কার্য উপদেষ্টা কমিটি, বেসরকারি সদস্যদের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাব সম্পর্কিত বাছাই কমিটি, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত কমিটি, লাইব্রেরি কমিটি, সংসদ কমিটি ও বিশেষ কমিটি।

■ **কার্যপ্রণালি বিধি:** বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নিজস্ব কার্যপ্রণালি বিধি রয়েছে। এসব বিধি দ্বারা জাতীয় সংসদের কাজ সুষ্ঠুরূপে পরিচালিত হয়। কীভাবে জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দেয়া যায়, কীভাবে সংসদ সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করেন, স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন, সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন পদ্ধতি, সংসদ সদস্যদের পালনীয়, বিধি প্রভৃতি সম্পর্কে কার্যপ্রণালি বিধিতে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকে।

■ **জাতীয় সংসদের ভাষা:** বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ভাষা বাংলা। সংসদের কার্যবিবরণীর সরকারি রেকর্ড বাংলা ভাষায় সংরক্ষিত হয়। তবে কোনো সদস্য চাইলে স্পিকার তাঁকে ইংরেজিতে বক্তব্য রাখার অনুমতি প্রদান করতে পারেন।

■ **জাতীয় সংসদ এবং এর সদস্যদের বিশেষ অধিকার ও দায়মুক্তি:**

১. সংসদের কার্যধারার বৈধতা সম্পর্কে কোনো আদালতের প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।
২. সংসদের যে সদস্য বা কর্মচারীর উপর সংসদের কার্যপ্রণালি নিয়ন্ত্রণ, কার্য পরিচালনা বা শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতা থাকবে, তিনি এ সকল ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কিত কোনো ব্যাপারে কোনো আদালতের এখতিয়ারের অধীন হবেন না।
৩. সংসদে বা সংসদের কোনো কমিটিতে কিছু বলা বা ভোট দানের জন্য কোনো সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।
৪. সংসদ কর্তৃক বা সংসদের কর্তৃত্বের কোনো রিপোর্ট, কাগজপত্র, ভোট বা কার্যধারা প্রকাশের জন্য কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কার্যধারা গ্রহণ করা যায় না।
৫. এ অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে সংসদের আইন দ্বারা সংসদের, সংসদের কমিটিসমূহের এবং সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার নির্ধারণ করা যাবে।

জাতীয় সংসদের স্পিকার, হুইপ, বিরোধী দলীয় নেতা

১. জাতীয় সংসদের স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয়→ সংবিধানের ৭৪ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
২. জাতীয় সংসদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা→ স্পিকার।
৩. রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে বা তার অসামর্থ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন→ স্পিকার।

৪. গণপরিষদের প্রথম স্পিকার →শাহ আবদুল হামিদ।
৫. গণপরিষদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার→ মোহাম্মদ উল্লাহ।
৬. গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন→ মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ।
৭. জাতীয় সংসদের প্রথম স্পিকার→ মোহাম্মদ উল্লাহ।
৮. জাতীয় সংসদের প্রথম ডেপুটি স্পিকার→ মো: বায়তুল্লাহ।
৯. জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা → বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
১০. বিরোধী দলীয় নেতা ছিল না→ প্রথম ও ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে।
১১. জাতীয় সংসদের প্রথম চিফ হুইপ→ শাহ মোয়াজ্জেম হোসাইন।
১২. জাতীয় সংসদের চিফ হুইপের মর্যাদা→পূর্ণ মন্ত্রীর সমান।
১৩. এ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের নারী হুইপ নির্বাচিত হয়েছেন→ ২ জন। (খালেদা খানম, ১৯৯৬ সালে এবং সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি, ২০০৯ সালে)
১৪. জাতীয় সংসদের প্রথম নারী হুইপ → খালেদা খানম (১৯৯৬; সংরক্ষিত নারী আসন থেকে নির্বাচিত সদস্য)।
১৫. জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় নারী হুইপ- সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি (সরাসরি নির্বাচিত সংসদ সদস্য হিসেবে প্রথম)।
১৬. জাতীয় সংসদের বর্তমান ও প্রথম নারী স্পিকার → ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী।
১৭. জাতীয় সংসদের বর্তমান ডেপুটি স্পিকারের নাম → শামসুল হক (টুকু)।

■ বিল:

আইনের খসড়া প্রস্তাবকে বিল বলে। বিল দুই প্রকারের হতে পারে। যথা– সরকারি বিল ও বেসরকারি বিল। সরকারি বিল সংসদে উত্থাপন করেন মন্ত্রী। বেসরকারি বিল যে কোনো সংসদ সদস্য উত্থাপন করেন।

■ ওয়াক আউট:

সাধারণত বিরোধী দলের সদস্যরা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা স্পিকারের রুলিং-এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে আসেন। সরকারি দলের সদস্যরাও ওয়াকআউট করতে পারেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে ওয়াকআউট সদস্যদের অধিকার বলে স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংসদে বিরোধী দলের ঘন ঘন ওয়াক আউটের নজির রয়েছে।

■ জাতীয় সংসদের গঠন ও অন্যান্য তথ্যসমূহ :

১. জাতীয় সংসদ মোট ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত।
২. জাতীয় সংসদে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন ৩০০ টি।
৩. সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৫০ টি।
৪. ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত নারী আসন ছিল ১৫ টি।
৫. ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত নারী আসন করা হয় ৩০ টি।
৬. ২০০১ সালে সংরক্ষিত নারী আসন করা হয় ৪৫ টি।
৭. ২০১১ সালে সংরক্ষিত নারী আসন করা হয় ৫০ টি।
৮. সংসদের কার্যপ্রণালী নির্বাচন করেন স্পিকার।
৯. সংসদে কাস্টিং ভোট বলা হয়- স্পিকারের ভোটকে।
১০. প্রথম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা ছিলেন -শেখ মুজিবুর রহমান।
১১. সাধারন নির্বাচনের ফলাফল ঘোষনার পর সংসদের অধিবেশন আহবান করতে হয়- ৩০ দিনের মধ্যে। (অনু: ৭২)
১২. মন্ত্রীসভার অভিভাবক- জাতীয় সংসদ।
১৩. জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস- বৃহস্পতিবার।
১৪. সবচেয়ে বেশি সংসদীয় আসন- ঢাকা জেলায়।
১৫. ঢাকা জেলায় সংসদীয় আসন সংখ্যা-২০ টি।
১৬. ঢাকা মহানগরে সংসদীয় আসন সংখ্যা-১৫ টি।

■ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে মোট ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথাঃ

১. আইন প্রণয়ন করা
২. অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা
৩. শাসন বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ

এছাড়াও সংসদের সম্মতি ব্যতীত কোন যুদ্ধ ঘোষণা বা কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা যায় না। অধিকন্তু, রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর কোন অসদাচরণের অভিযোগ উঠলে সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করতে পারে।

■ বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচন

এক নজরে সংসদ নির্বাচন

সংসদ নির্বাচন	সময়কাল
প্রথম	৭ মার্চ, ১৯৭৩
দ্বিতীয়	১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৯
তৃতীয়	৭ মে, ১৯৮৬
চতুর্থ	৩ মার্চ, ১৯৮৮
পঞ্চম	২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১
ষষ্ঠ	১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬
সপ্তম	১২ জুন, ১৯৯৬
অষ্টম	১ অক্টোবর, ২০০১
নবম	২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮
দশম	৫ জানুয়ারি, ২০১৪
একাদশ	৩০ ডিসেম্বর, ২০১৮
দ্বাদশ	৭ জানুয়ারি, ২০২৪

- ছবিসহ ভোটার তালিকা ও আইডি কার্ড প্রথম ব্যবহার করা হয়– নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।
- 'না' ভোট যুক্ত হয়– নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে।

■ জাতীয় সংসদের কার্যকাল

সংসদ	অধিবেশন শুরু	অধিবেশন শেষ	সময়কাল
প্রথম	৭ এপ্রিল, ১৯৭৩	৬ নভেম্বর, ১৯৭৫	২ বছর ৬ মাস
দ্বিতীয়	২ এপ্রিল, ১৯৭৯	২৪ মার্চ, ১৯৮২	২ বছর ১১ মাস
তৃতীয়	১০ এপ্রিল, ১৯৮৬	৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৭	১ বছর ৫ মাস
চতুর্থ	১৫ এপ্রিল, ১৯৮৮	৬ ডিসেম্বর, ১৯৯০	২ বছর ৭ মাস
পঞ্চম	৫ এপ্রিল, ১৯৯১	২৪ নভেম্বর, ১৯৯৫	৪ বছর ৮ মাস
ষষ্ঠ	১৯ মার্চ, ১৯৯৬	৩০ মার্চ, ১৯৯৬	১২ দিন
সপ্তম	১৪ জুলাই, ১৯৯৬	১৩ জুলাই, ২০০১	৫ বছর
অষ্টম	২৮ অক্টোবর, ২০০১	২৭ অক্টোবর, ২০০৬	৫ বছর
নবম	২৫ জানুয়ারি, ২০০৯	২৪ জানুয়ারি, ২০১৪	৫ বছর
দশম	২৯ জানুয়ারি, ২০১৪	২৯ জানুয়ারি, ২০১৯	৫ বছর
একাদশ	৩০ জানুয়ারি, ২০১৯	২২ অক্টোবর, ২০২৩	৫ বছর
দ্বাদশ	৩০ জানুয়ারি, ২০২৪	-	-

■ জাতীয় সংসদ ভবন

ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ২১৫ একর জমির উপর ৯ তলা বিশিষ্ট জাতীয় সংসদ ভবন অবস্থিত। ১৯৮২ সালের ২৮ জানুয়ারি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তার এর উদ্বোধন করেন। একই বছরের ১৫ ফেব্রুয়ারি এখানে প্রথম অধিবেশন বসে। সংসদ ভবনের উচ্চতা ১৫৫ ফুট ৮ ইঞ্চি বা ৪৬.৫ মিটার। স্থপতি প্রফেসর লুই আই কান (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রথম নির্বাচন

বাংলাদেশের প্রথম নির্বাচন/ প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন	৭ মার্চ, ১৯৭৩
প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৮ এপ্রিল, ১৯৭৩
জনগনের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন	৩ জুন, ১৯৭৮
প্রথম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন	৩০ জানুয়ারি, ১৯৯৪
প্রথম উপজেলা পরিষদ নির্বাচন	১৬-২০ মে, ১৯৮৫
প্রথম পৌরসভা নির্বাচন	৩১ ডিসেম্বর, ১৯৭৩
প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন	১১-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩
প্রথম জেলা পরিষদ নির্বাচন	২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬

বাংলাদেশের গণভোট

গণভোট	তারিখ	প্রকৃতি	উদ্দেশ্য
প্রথম	৩০ মে, ১৯৭৭	প্রশাসনিক	প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন বৈধকরণ
দ্বিতীয়	২১ মার্চ, ১৯৮৫	প্রশাসনিক	জেনারেল এরশাদের শাসন যাচাই
তৃতীয়	১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	সাংবিধানিক	সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর আইন প্রস্তাব

এক কথায় উত্তর

১. জাতীয় সংসদের ইংরেজি নাম কী?
উত্তর: House of the Nation।

২. 'জাতীয় সংসদ ভবন' উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮২ ।

৩. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আসন কতটি?
উত্তর: ৩০০টি।

৪. বর্তমানে সংসদের নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন কতটি?
উত্তর: ৫০টি।

৫. ১৯৭৩ সালে সংরক্ষিত নারী আসন কতটি ছিল?
উত্তর: ১৫টি (মোট আসন ৩১৫টি)।

৬. ১৯৭৯ সালে সংরক্ষিত নারী কতটি আসন করা হয়?
উত্তর: ৩০টি (মোট আসন ৩৩০টি)।

৭. ৪৫ টি সংরক্ষিত আসন করা হয় কত সালে?
উত্তর: ২০০১ সালে।

৮. বাংলাদেশের আইনসভা কত কক্ষ বিশিষ্ট?
উত্তর: এক কক্ষবিশিষ্ট।

৯. জাতীয় সংসদের সভাপতি কে?
উত্তর: স্পিকার।

১০. জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

১১. যে কোনো দেশের সংবিধান রচনা করে কে?
উত্তর: আইনসভা; যে কোন দেশের জাতীয় ফোরাম- আইনসভা।

১২. যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য রাষ্ট্রের কোন বিভাগের অনুমোদন প্রয়োজন?
উত্তর: আইনসভার।

১৩. সংসদে কোরামের জন্য কত জন সদস্য প্রয়োজন?
উত্তর: ৬০ জন।

১৪. সংসদে দুই অধিবেশনের মধ্যকার সর্বোচ্চ বিরতির সময় কত দিন?
উত্তর: ৬০ দিন।

১৫. একজন সংসদ সদস্য স্পিকারের অনুমতি ছাড়া সংসদের বাইরে থাকতে পারেন না কত দিন?
উত্তর: ৯০ দিনের অধিক।

১৬. বর্তমান সংসদ কত তম?
উত্তর: দ্বাদশ সংসদ।

১৭. বর্তমান সংসদের প্রথম অধিবেশন কবে বসে?
উত্তর: ৩০ জানুয়ারি, ২০২৪।

১৮. ট্রেজারি বেঞ্চ বা ফ্রন্ট বেঞ্চ কোনগুলো?
উত্তর: সংসদ কক্ষের সামনের দিকের আসনগুলো।

১৯. সংসদে 'কাস্টিং ভোট' বলা হয় কোন ভোটকে?
উত্তর: স্পিকারের ভোটকে।

২০. প্রথম জাতীয় সংসদের সংসদ নেতা কে ছিলেন?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান।

২১. কোনো মন্ত্রী কর্তৃক উত্থাপিত বিল, বাজেট, সিদ্ধান্ত, প্রস্তাব, সংশোধনী ও অন্যান্য প্রস্তাবকে কী হিসেবে গণ্য করা হয়?
উত্তর: সরকারি বিল হিসেবে।

২২. আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে কী বলা হয়?
উত্তর: বিল।

২৩. কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উত্থাপন করা যায় না?
উত্তর: অর্থ বিল।

২৪. কোনো কারণে সংসদ ভেঙ্গে গেলে বা মেয়াদ শেষ হলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন দিতে হয় কত দিনের মধ্যে?
উত্তর: ৯০ দিনের মধ্যে।

২৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এ পর্যন্ত কতজন বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধান বক্তৃতা করেন?
উত্তর: ২ জন।

২৬. যুগোস্লোভিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্শাল জোসেফ টিটো জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন কবে?
উত্তর: ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭৪ সালে।

২৭. ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভি.ভি. গিরি বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেন কবে?
উত্তর: ১৮ জুন, ১৯৭৪ সালে।

২৮. জাতীয় সংসদের বেসরকারি দিবস কবে?
উত্তর: বৃহস্পতিবার।

২৯. সংসদে ফ্লোর ক্রসিং কী?
উত্তর: অন্য দলে যোগদান কিংবা নিজ দলের বিপক্ষে ভোট দান।

৩০. অধ্যাদেশ কী?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি নিজে যে আইন জারি করেন।

৩১. বেসরকারি বিল কী?
উত্তর: সংসদ সদস্যরা যে বিল সংসদে উত্থাপন করেন।

৩২. ঢাকা জেলায় সংসদীয় আসন আছে?
উত্তর: ২০টি (পূর্বে ছিল ১৩টি)।

৩৩. বাংলাদেশে মোট কতটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৩টি।

৩৪. বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ৩০ মে, ১৯৭৭।

৩৫. কার শাসনামলে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।

৩৬. বাংলাদেশে সর্বশেষ কবে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১।

৩৭. বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম কবে জেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?
উত্তর: ২৮ ডিসেম্বর, ২০১৬।

৩৮. প্রথম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয় কত সালে?
উত্তর: ১১-৩০ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।

৩৯. জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয় কবে?
উত্তর: ৩রা জুন, ১৯৭৮।

৪০. প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় কবে?
উত্তর: ৭ এপ্রিল, ১৯৭৩।

৪১. প্রথম জাতীয় সংসদের মেয়াদ কত দিন ছিলো?
উত্তর: ২ বছর ৬ মাস।

৪২. ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রথম ব্যবহার করা হয় কত তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে?
উত্তর: ৯ম।

৪৩. "না" ভোট যুক্ত হয় কোন জাতীয় নির্বাচনে?
উত্তর: ৯ম।

৪৪. জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যালিকে মোট কত ভাগে ভাগ করা যায়?
উত্তর: ৩ ভাগে।

Teacher's Work

১. বাংলাদেশের আইনসভার নাম কী?
ক) জাতীয় পরিষদ খ) পার্লামেন্ট গ) জাতীয় সংসদ ঘ) গণপরিষদ — গ

২. বাংলাদেশের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে?
ক) ৬৫ খ) ৭৮ গ) ৯৬ ঘ) ৬৮ — ক

৩. 'অর্থ বিল' সম্পর্কিত বিধানাবলি আমাদের সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে?
ক) ৮০ (১) খ) ৮১ (১) গ) ৮২ ঘ) ৮৪ (১) — খ

২ নির্বাহী/শাসন বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ৪৮ থেকে ৬৪ নং অনুচ্ছেদে শাসন বিভাগ পরিচালনার মৌলিক আইনসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো :

রাষ্ট্রের শাসনকার্য তথা নিত্যদিনকার প্রশাসনিক ও দাপ্তরিক কাজ পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাষ্ট্রের সার্বিক সিদ্ধান্ত এবং সুবিধাসমূহ বাস্তবায়ন করে যে বিভাগ তাকে শাসন বিভাগ বলে। বিস্তৃত অর্থে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা, আমলা, নিরাপত্তা ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, কূটনৈতিক, দাপ্তরিক কর্মকর্তা এমনকি গ্রাম্য চৌকিদারসহ সকল প্রশাসনিক কর্মচারীদের নিয়ে শাসন বা নির্বাহী বিভাগ গঠিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে শাসন বা নির্বাহী বিভাগ গঠিত।

⇒⇒⇒⇒⇒⇒ রাষ্ট্রপতি ⇐⇐⇐⇐⇐⇐

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি জাতীয় সংসদের সদস্যগণ কর্তৃক প্রকাশ্য ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রপতির নামে সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে বলে প্রকাশ করা হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অন্য সকল পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তির ঊর্ধ্বে স্থান লাভ করেন ও সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী হবেন। তিনি সংবিধান ও আইনের দ্বারা তাঁকে প্রদত্ত ও তাঁর উপর অর্পিত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। পাঁচ বছরের মেয়াদে তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। ব্রিটেনের রাজা বা ভারতের রাষ্ট্রপতির ন্যায় তিনি হলেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান।

ক. রাষ্ট্রপতি পদের যোগ্যতা:

১. বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
২. রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীকে অন্যূন পঁয়ত্রিশ (৩৫) বছর বয়স্ক হতে হবে।
৩. জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য হবেন।
৪. রাষ্ট্রপতি এমন ব্যক্তি হবেন যিনি কখনো এ সংবিধানের অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতি পদ হতে অপসারিত হননি।

খ. নির্বাচন ও পদের মেয়াদ:

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তবে শর্ত থাকে যে, রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। একাদিক্রমে কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের (৫+৫=১০ বছর) বেশি রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হতে পারবেন না।

গ. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি:

রাষ্ট্রপতি দায়মুক্তি সম্পর্কে সংবিধানের ৫১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

১. অভিশংসন জনিত বিষয় ছাড়া, রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোনো কাজ করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাঁকে কোনো আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ দফা সরকারের বিরুদ্ধে কার্যধারা গ্রহণে কোনো ব্যক্তির অধিকার ক্ষুণ্ণ করবে না।
২. রাষ্ট্রপতি কার্যভারকালে তাঁর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে কোনো প্রকার ফৌজদারি কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না। রাষ্ট্রপতিকে গ্রেপ্তার বা কারাবাসের জন্য কোনো আদালত হতে পরোয়ানা জারি করা যাবে না।

ঘ. রাষ্ট্রপতির অভিশংসন:

বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী ৫ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হলেও নিম্নলিখিত কারণে মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পূর্বেই জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারবে:

১. সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত করা যাবে। এজন্য সংসদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিপ্রায় ও অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পিকারের নিকট প্রদান করতে হবে। স্পিকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন হতে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এ প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবে না। সংসদ অধিবেশনরত না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ আহ্বান করবেন।
২. অভিযোগ বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকতে পারবেন কিংবা প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারবেন।
৩. অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ বলে ঘোষণা করে জাতীয় সংসদ কোনো প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে।

ঙ. অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতি অপসারণ:

সংবিধানের অনুচ্ছেদ-৫৩ তে বলা হয়েছে যে, (১) শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর পদ হতে অপসারিত করা যেতে পারে।

চ. অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে দায়িত্ব পালন:

সংবিধানের ৫৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা রাষ্ট্রপতি পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ. রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি:

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলি: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি একজন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান (Constitutional Head)। বাংলাদেশ সরকারের সকল নির্বাহী কার্যক্রম রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত হবে।

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদেরকে নিয়োগ দান করবেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি: রাষ্ট্রপতি সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা জাতীয় সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভেঙ্গে দিতে পারবেন। তিনি সংসদে ভাষণ দান ও বাণী প্রেরণ করতে পারবেন।

জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার ক্ষমতা: যুদ্ধ বা বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দ্বারা বাংলাদেশ বা তার অংশবিশেষে জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার উপক্রম হলে বা অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হবার বা সংকটের সম্মুখীন হলে রাষ্ট্রপতি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। জরুরি অবস্থা ঘোষাণার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর স্বাক্ষর প্রয়োজন হবে।

অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা ও কার্যাবলি: যখন জাতীয় সংসদ অধিবেশনে থাকবে না তখন যদি জাতীয় স্বার্থ বিঘ্নিত হবার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিবেচনামত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'অধ্যাদেশ' প্রণয়ন ও জারি করতে পারবেন।

অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি: রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো অর্থবিল বা সরকারি অর্থব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত কোনো বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করা যাবে না। রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত কোনো মঞ্জুরি দাবি করা যাবে না। বিশেষ প্রয়োজনে রাষ্ট্রপতি সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করতে পারবেন।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ও কার্যাবলি: সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে তিনি অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগ প্রদান করবেন। রাষ্ট্রপতি কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্ব ও বিরাম মঞ্জুর করার এবং যেকোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করতে পারবেন।

সংসদ ভেঙ্গে দেবার ক্ষমতা: সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙ্গে দেবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান করবেন। প্রধানমন্ত্রী অনুরূপ পরামর্শদান করলে রাষ্ট্রপতি, অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে, সংসদ ভেঙ্গে দিবেন।

রাষ্ট্রপতি যাদের নিয়োগ দেন

০১	প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী।
০২	প্রধান বিচারপতি
০৩	সুপ্রিম কোর্টের আপিল ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি
০৪	প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনারগণ
০৫	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
০৬	পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্য
০৭	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর
০৮	এটর্নি জেনারেল
০৯	বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান
১০	বাংলাদেশ সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধান।
১১	প্রধান তথ্য কমিশনার ও কমিশনারগণ
১২	মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ
১৩	জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান, আইন কমিশনের চেয়ারম্যান।

রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে প্রধান

০১	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
০২	পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর
০৩	বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি
০৪	বাংলাদেশ স্কাউট
০৫	এশিয়াটিক সোসাইটি

প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান। তিনি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রধানমন্ত্রী সংসদ নেতা, মন্ত্রিসভার প্রধান, তিনিই সকল মন্ত্রী পছন্দ করে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রধানমন্ত্রী যেকোনো মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে বলতে পারেন। প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে বা সংসদের আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

সংসদীয় ব্যবস্থার অধীনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা অনেক উপরে। প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার মূলস্তম্ভ। প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয়। তিনি অনেক সম্মানজনক পদমর্যাদার অধিকারী। সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাঁর শাসন পরিচালনার জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করেন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাহী ক্ষমতার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীই প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী। সংবিধানের ৫৫(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, "প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বা তার কর্তৃত্বে এ সংবিধান অনুযায়ী প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে।" প্রধানমন্ত্রীর ন্যূনতম বয়স হবে ২৫ বছর।

নিয়োগ পদ্ধতি:

যে সংসদ-সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন। তবে এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কেননা সংসদীয় রীতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের 'সংসদীয় নেতাকেই' (Parliamentary leader) রাষ্ট্রপতি সংসদের আস্থাভাজন সদস্য বলে মনে করবেন। তবে যদি কোনো দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয় তখন 'সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন ব্যক্তি' খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তাঁর সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন।

প্রধানমন্ত্রীর পদের মেয়াদ: সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পদ শূন্য হবে, যদি-

১. তিনি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করেন,
২. তিনি সংসদ সদস্য না থাকেন,

৩. সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন কিংবা সংসদ ভেঙ্গে দেবার জন্য লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দান করবেন। তিনি অনুরূপ পরামর্শ দান করলে রাষ্ট্রপতি অন্য কোনো সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন নন এ মর্মে সন্তুষ্ট হলে সংসদ ভেঙ্গে দিবেন।

৪. প্রধানমন্ত্রীর উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী স্বীয় পদে বহাল থাকবেন।

গ. প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা, কার্যাবলি ও মর্যাদা:

সংবিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান। তিনি হলেন সমগ্র শাসন ব্যবস্থার মধ্যমণি। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. মন্ত্রিসভার গঠন।
২. ক্যাবিনেট তোরণের প্রধান স্তম্ভ [keystone of the cabinet arch]
৩. জাতীয় সংসদ নেতা।
৪. রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা।
৫. জাতির মুখপাত্র।
৬. আইন প্রণয়ন।
৭. আর্থিক কার্যাবলী।

প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা:

সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূখ্য নির্বাহী। তিনি হলেন 'এমন একটি সূর্য যার চারদিকে রাজনৈতিক গ্রহগুলো আবর্তিত হয়।'

প্রধানমন্ত্রী পদাধিকারবলে প্রধান

ক্র.	বিবরণ
০১	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
০২	জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)
০৩	জাতীয় প্রশাসন পুনর্গঠন/সংস্কার/ বাস্তবায়ন কমিটি (NICAR)
০৪	বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ
০৫	বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড
০৬	জাতীয় পরিবেশ কমিটি
০৭	রপ্তানি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি
০৮	জাতীয় পর্যটন পরিষদ
০৯	জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ

⇒ **টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী:** সংসদ সদস্যদের বাইরে থেকে প্রধানমন্ত্রী যে মন্ত্রীদের নিয়োগ প্রদান করেন তাদের টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী বলে। সংবিধানের ৫৬(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সর্বোচ্চ এক-দশমাংশ বা ১০% সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনিত করা যাবে।

এক কথায় উত্তর

১. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী?
উত্তর: শেখ মুজিবুর রহমান।

২. প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন?
উত্তর: প্রধান বিচারপতি নিয়োগ।

৩. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য ন্যূনতম বয়স কত?
উত্তর: ২৫ বছর।

৪. মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের কততম?
উত্তর: ২২তম রাষ্ট্রপতি।

৫. বাংলাদেশে কার উপর আদালতের এখতিয়ার নেই?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

৬. সংসদ সদস্যের বাইরে থেকে সর্বোচ্চ কতজনকে টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া যাবে?
উত্তর: এক-দশমাংশ বা ১০%।

৭. বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ডের প্রধান কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

৮. জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

৯. প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

১০. মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

১১. *Key Stone of Cabinet arch* বলা হয় কাকে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

১২. বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

১৩. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

১৪. জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও আইন কমিশনের চেয়ারম্যানকে নিয়োগ দেন কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

১৫. বাংলাদেশে *Constitutional Head* কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

১৬. বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ কত বছর ক্ষমতায় থাকতে পারে?
উত্তর: সর্বোচ্চ ২ মেয়াদ অর্থাৎ ১০ বছর।

১৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?
উত্তর: তাজউদ্দীন আহমদ।

১৮. 'সরকার' রাষ্ট্র গঠনের কত তম উপাদান?
উত্তর: তৃতীয় উপাদান।

১৯. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার জন্য একজন ব্যক্তির বয়স কমপক্ষে কত হওয়া দরকার?
উত্তর: ৩৫ বছর হতে হবে।

২০. রাষ্ট্র কতটি উপাদান নিয়ে গঠিত?
উত্তর: ৪টি।

২১. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবনের নাম কী?
উত্তর: বঙ্গভবন।

২২. বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

২৩. বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দান করেন কে?
উত্তর: প্রেসিডেন্ট।

২৪. বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে মনোনীত করেন কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

২৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?
উত্তর: রাষ্ট্রপতি।

২৬. রাষ্ট্রপতির শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন কে?
উত্তর: স্পিকার।

২৭. বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

২৮. বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে?
উত্তর: প্রধানমন্ত্রী।

Teacher's Work

১. **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে?** *[৪১তম বিসিএস]*
ⓚ শেখ মুজিবুর রহমান ⓛ মোহাম্মদ উল্লাহ ⓜ তাজউদ্দীন আহমদ ⓝ এম মনসুর আলী — ক

২. **বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে শপথ বাক্য পাঠ করান-**
ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓛ স্পিকার ⓜ প্রধান বিচারপতি ⓝ প্রধান নির্বাচন কমিশনার — ক

৩. **বাংলাদেশের ন্যাশনাল ট্যুরিজম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কে?**
ⓚ রাষ্ট্রপতি ⓛ প্রধানমন্ত্রী ⓜ স্পিকার ⓝ কোনোটিই নয় — খ

৩ বিচার বিভাগ

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সরকারের যে বিভাগ আইন অনুসারে বিচার কাজ পরিচালনা করে থাকে তাকে বিচার বিভাগ বলে। আইন ভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকার রক্ষা বহুলাংশে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্রের সকল আদালত এবং বিচারপতিদের নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত হয়। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ আলাদা করা হয়েছে ১ নভেম্বর ২০০৭। এটি বাংলাদেশের অন্যতম একটি সাংবিধানিক সংস্থা। প্রজাতন্ত্রের আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে ন্যায় বিচার করাই বিচার বিভাগের প্রধান কাজ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগের ৯৪ থেকে ১১৭ নং অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্ট

বাংলাদেশের সংবিধানের ষষ্ঠভাগে বিচার বিভাগ এর কথা বলা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সংবিধানের ৯৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। বিচার বিভাগ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিভাগ। বিচার বিভাগ দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারপতিদের সমন্বয়ে সংগঠিত। রাষ্ট্রের সুশাসন অনেকাংশে বিচার-ব্যবস্থার উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। আইন পরিষদ কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে বিচার বিভাগ কার্য পরিচালনা করে থাকে। সুপ্রীমকোর্ট ও অধস্তন আদালতসমূহ নিয়ে বিচার বিভাগ গঠিত।

⇒ সুপ্রীম কোর্ট গঠন

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪ (১) অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। সুপ্রীম কোর্টের দুটি ভাগ রয়েছে। যথা :

১. আপীল বিভাগ
২. হাইকোর্ট বিভাগ

বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৪(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি এবং প্রত্যেক বিভাগে আসন গ্রহণের জন্য যেরূপ সংখ্যক বিচারক নিয়োগের প্রয়োজন বোধ করবেন, সেরূপ সংখ্যক অন্যান্য বিচারক নিয়ে সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে।

⇒ অধস্তন আদালত

অধস্তন আদালত সম্পর্কে সংবিধানের ১১৪ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে।

১. জেলা আদালতের প্রধান বিচারক- জেলা জজ।
২. জেলা জজ যখন ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করেন তখন তাকে বলে- সেশন জজ।
৩. জেলা আদালতগুলো যে ধরনের মামলা পরিচালনা করেন- দেওয়ানি ও ফৌজদারি।
৪. দেওয়ানি আদালতসমূহ যে আদালত হিসেবে পরিচালিত- অধস্তন আদালত।
৫. দেওয়ানি আদালত গঠিত *The civil courts Act*- ১৮৮৭ আইন দ্বারা।

⇒ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

১. যুদ্ধাপরাধের বিচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ গঠন করা হয় : ২৫ মার্চ ২০১০।
২. সরকার যে আইনের অধীনে এ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে : আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) অ্যাক্ট ১৯৭৩ এর ১৯ এর ৬ নং সেকশনের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে।
৩. যুদ্ধাপরাধের মামলায় প্রথম রায় হয়: আবুল কালাম আজাদ (বাচ্চু রাজাকার) ২১ জানুয়ারি ২০১৩।
৪. যুদ্ধাপরাধের মামলায় প্রথম ফাঁসি কার্যকর হয়: কাদের মোল্লা (১৩ ডিসেম্বর ২০১৩)।
৫. এ পর্যন্ত ৬ জন যুদ্ধাপরাধির ফাঁসি কার্যকর হয়।

⇒ গ্রাম আদালত

১. বিচার বিভাগীয় কাঠামোর সর্বনিম্নে ইউনিয়ন পর্যায়ে গ্রাম আদালত আছে।
২. মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত।
৩. দেওয়ানি ও ফৌজদারী দণ্ড সংক্রান্ত ছোট খাট বিচারের নিষ্পত্তি গ্রাম আদালতে হয়। (গ্রাম আদালত আইন-২০০৬)

⇒ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১. বাংলাদেশের সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়।
২. ঢাকায় একটি প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনাল আছে।

⇒ পারিবারিক আদালত

১. ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে পারিবারিক আদালত সৃষ্টি হয়।
২. পারিবারিক আদালত বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, মোহরানা, ভরণ পোষণ, অভিভাবকত্ব ও শিশুদের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত মামলা ইত্যাদি পরিচালনা করে।

বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ

স্বাধীন বিচার বিভাগ যাত্রা শুরু করে	১ নভেম্বর, ২০০৭
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য মামলা করা হয়	১৯ নভেম্বর, ১৯৯৫
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের জন্য মামলা করেন	সাব জজ মোহাম্মদ মাজদার হোসেন ও ৪৪০ জন বিচারক
বিচার বিভাগ পৃথিকীকরণ মামলার নাম	মাজদার হোসেন বনাম বাংলাদেশ
বিচার বিভাগ পৃথক হয়	২১৮ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়ে
বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ফলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ হতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব নেন	নিম্ন ফৌজদারী আদালতের
স্বাধীন বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় হচ্ছে	সুপ্রীম কোর্টের অধীনে
নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের কার্যাবলি পরিচালিত হয়	জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে

রীট (Writ)

Writ শব্দটির অর্থ– আদেশ, বাংলাদেশ আইনে রীট এর বিধানটি এসেছে ব্রিটিশ আইন থেকে। বাংলাদেশের সংবিধানে ১০২ নং অনুচ্ছেদে রীট সম্পর্কে বলা হয়েছে। ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি অধিকার বা সঠিক বিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছে ভেবে হাইকোর্ট বিভাগে যে দরখাস্ত করেন তাকে রিট আবেদন বলে।

উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে,

১) কোন ব্যক্তির সংবিধানে তৃতীয় ভাগে বর্ণিত কোনো মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে ঐ ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে মামলা দায়ের করতে পারবে। এই মামলাগুলোকে রীট মামলা বলে।

২) মৌলিক অধিকার ছাড়াও নিম্নের বিষয়ে রীট করা যাবে।
   - ক. সরকারি কর্তৃপক্ষ আইন অনুমোদিত নয় এমন কাজ করে।
   - খ. সরকারি কর্তৃপক্ষ আইন নির্দেশিত কাজ না করে।
   - গ. আইন নির্দেশিত নয় এমন কাজ করে ফেললে উক্ত কাজ বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।
   - ঘ. কাউকে আটক করলে আইন অনুযায়ী আটক করা হয়েছে কিনা জানতে পারবে।
   - ঙ. কোন ব্যক্তি সরকারি পদে বহাল আছে এমন দাবি করলে তা যাচাই করার জন্য।

নাগরিক অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ ৫ ধরনের রীট প্রয়োগ করে–

১. হেবিয়াস কর্পাস *(Habeas Corpus);*
২. ম্যানডামাস *(Mandamus);*
৩. নিষেধাজ্ঞা *(Prohibition);*
৪. সার্শিওয়ারি *(Certiorari)* এবং
৫. কোয়াওয়ারেন্টো *(Quo warranto)*।

Review (পুনর্বিবেচনা)

বাংলাদেশের সংবিধানে ১০৫ নং অনুচ্ছেদে আপিল বিভাগের *Review* ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। উক্ত অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদের যে কোনো আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে এবং আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি সাপেক্ষে আপিল বিভাগের কোন ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুর্নবিবেচনার ক্ষমতা উক্ত বিভাগের থাকবে। আপিল বিভাগের এই ক্ষমতাকে *Review Power* বলে। আর এই জন্য একে *Court of last* বলে। যে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আর কোন আদালতে পুনরায় আপিল দায়ের করা যায় না কেবল আপিল বিভাগই তার রায় পুনর্বিবেচনা *Review* করার অধিকার করবে। আর এই জন্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগকে সর্বশ্রেষ্ঠ আদালত বলা হয়।

দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল

২০০২ সালের ১০ নভেম্বর প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের ৬টি বিভাগীয় শহরে একটি করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আইনশৃঙ্খলার অবনতি রোধ এবং অপরাধের দ্রুত শাস্তি বিধানের জন্য এ আদালত গঠিত হয়। ৬ ধরনের অপরাধের বিচার এখানে দ্রুত পরিচালিত হয়-হত্যা, ধর্ষণ, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, মাদক দ্রব্য, এবং মজুতদারী।

আইন প্রণয়ন

আইন প্রণয়ন সম্পর্কে বলা হয়েছে সংবিধানের ৮০ নং অনুচ্ছেদে।

১. আইন প্রণয়নের জন্য সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়াকে- বিল বলে।
২. বিল দুই প্রকার- সরকারি বিল ও বেসরকারি বিল।
৩. সরকারি বিল উত্থাপন করে- মন্ত্রীগণ; বেসরকারি বিল উত্থাপন করে- জাতীয় সংসদ সদস্যগণ।
৪. উত্থাপিত বিলের পাঠ শেষে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হলে তা প্রেরণ করা হয়- স্থায়ী কমিটির নিকট।
৫. বিলের তৃতীয় পাঠের সময় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সংসদে গৃহীত হলে প্রেরণ করা হয়- রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য।
৬. রাষ্ট্রপতি ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি না দিলে তিনি বিলটি পুনর্বিবেচনা ও সংশোধনের জন্য সংসদে প্রেরণ করবেন।
৭. সংসদ সংশোধিত বিলটি পুনরায় রাষ্ট্রপতি নিকট পাঠালে তিনি ৭ দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন নতুবা ৭ দিন পর বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে।
৮. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন- রাষ্ট্রপতি।
৯. সংসদে কোনো বিলই পাস হয় না- রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত।
১০. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন জাতীয় সংসদে পাস হয়- ৯ এপ্রিল, ২০০২; জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন আইন কার্যকর হয়- ২০০৬ সালে।
১১. 'পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ' আইন প্রণীত হয়- ২০০২ সালে।
১২. বাংলাদেশের বর্তমান আইনে এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান- মৃত্যুদণ্ড।
১৩. বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয়- ২০০৯ সালে, এর লক্ষ্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
১৪. বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইন কর্মকর্তা- অ্যাটর্নি জেনারেল। অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ দেন- রাষ্ট্রপতি, অ্যাটর্নি জেনারেলের মেয়াদ- রাষ্ট্রপতির সন্তোষ অনুযায়ী। বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেল- এ এম আমিন উদ্দিন (১৬তম)।
১৫. বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে ' উপজেলা বাতিল' বিলটি পাস হয়েছিল ১৯৯২ সালে। ১৯৮২ সালের ৭ই নভেম্বর স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ বলে প্রথমে উন্নীত থানা পরিষদ গঠন করা হয় এবং থানা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
১৬. এসিড নিক্ষেপের জন্য অপরাধ দমন আইন, ২০০২ - এ সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। দেশের প্রতিটি জেলায় এসিড নিক্ষেপ সংক্রান্ত অপরাধের বিচারের জন্য এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল আছে। জেলা ও দায়রা জজদের এসিড অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
১৭. তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান) জেলা ও দায়রা জজ আদালত চালু হয় ২০০৮ সালের ১ জুলাই। দীর্ঘ ১০৮ বছর আগের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সর্বশেষ নিশানার অবসান ঘটিয়ে ১ জুলাই ২০০৮ জেলা ও দায়রা জজ আদালত চালু হয় পার্বত্য জেলাসমূহে।
১৮. ফৌজদারি কার্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারার ক্ষমতাবলে ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদেশ থাকলে ২৪ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ আইন

আইন	পাস	সংশোধিত হয়
মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ	১৯৬১ সালে	সংশোধিত হয় ১৯৮৬
বিশেষ ক্ষমতা আইন	১৯৭৪ সালে	-
বিবাহ ও তালাক নিবন্ধীকরণ আইন	১৯৭৪ সালে	সংশোধিত হয় ১৯৭৫
শিশু আইন	১৯৮০ সালে	সংশোধিত হয় ১৯৮৬
ভূমি সংস্কার অধ্যাদেশ	১৯৮৪ সালে	-
পারিবারিক আদালত আইন	২০২৩ সালে	-
বাংলা ভাষা প্রচলন আইন	১৯৮৭ সালে	-
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন	২১ জানু, ১৯৯০ সালে	-
ব্যাংক কোম্পানি আইন	১৯৯১ সালে	-
নারী ও শিশু নির্যাতন আইন	২০০০ সালে	-
দ্রুতবিচার ট্রাইব্যুনাল আইন	১ ডিসেম্বর, ২০০২	–
তথ্য অধিকার আইন	২৯ মার্চ, ২০০৯	–
দণ্ডবিধি	১৮৬০ সালে	–
পুলিশ আইন	১৮৬১	–

বাংলাদেশের নীতি নির্ধারণ

১. বাংলাদেশে অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন সংক্রান্ত সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সংস্থা- জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী পরিষদ- এর সভাপতি প্রধানমন্ত্রী, বিকল্প চেয়ারম্যান- অর্থমন্ত্রী।
২. জাতীয় সংসদে স্থায়ী কমিটির সংখ্যা- ৫০টি; মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি- ৩৯টি এবং সংসদ সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি- ১১টি।
৩. দেশের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ- জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ।
৪. প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)- বিভাগ, জেলা, উপজেলা, থানা ও পৌরসভা ইত্যাদি প্রভৃতি গঠন ও পুনর্বিন্যাস অনুমোদন করে; নিকার প্রতিষ্ঠিত হয়– ১৯৮২ সালে।
৫. জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার বিষয়টি জাতীয় স্বার্থের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে সেই অনুযায়ী নীতি নির্ধারিত হয়ে থাকে।
৬. বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়- সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
৭. দেশের জরুরি অবস্থা ও ক্রান্তিকালে নীতি নির্ধারণ করা হয়- ১৪১ক অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
৮. বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান- রাষ্ট্রপতি।
৯. বাংলাদেশের সরকার প্রধান- প্রধানমন্ত্রী।
১০. প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী দায়িত্ব পালন করেন- মন্ত্রিগণ।

এক কথায় উত্তর

১. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করা হয় কবে?
উত্তর: ১লা নভেম্বর, ২০০৭।

২. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের কত নং ভাগে বিচার বিভাগ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে?
উত্তর: ষষ্ঠ ভাগে।

৩. সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে?
উত্তর: ৯৪।

৪. সুপ্রীম কোর্টের বিভাগ কয়টি ও কী কী?
উত্তর: ২টি (হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগ)।

৫. সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের প্রথম নারী বিচারপতি কে?
উত্তর: নাজমুন আরা সুলতানা।

৬. বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্টে ই-রেজিস্টারিং পদ্ধতি উদ্বোধন করা হয় কবে?
উত্তর: ২০১১ সালের ১লা জানুয়ারি।

৭. আপীল বিভাগের বিচারকের সংখ্যা কত?
উত্তর: ১১ জন।

৮. বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে ছিলেন?
উত্তর: বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম (১৯৭২-৭৫)।

৯. বাংলাদেশের বর্তমান (২৪তম) বিচারপতির নাম কী?
উত্তর: বিচারপতি উবায়দুল হাসান।

১০. সংবিধান প্রণয়নকালে বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা কত ছিলো?
উত্তর: ৬২ বছর।

১১. দেওয়ানি আদালত গঠিত হয় কবে?
উত্তর: ১৮৮৭ সালের আইন দ্বারা।

১২. আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায়ে কত জন আসামির ফাঁসি কার্যকর করা হয়?
উত্তর: ৬ জন।

১৩. গ্রাম আদালত কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়?
উত্তর: ৫ জন।

১৪. প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল কোথায় অবস্থিত?
উত্তর: ঢাকা।

১৫. সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী *Writ* করা যায়?
উত্তর: ১০২।

১৬. নাগরিকের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগ কত ধরনের রীট প্রয়োগ করতে পারে?
উত্তর: ৫।

১৭. *Court of last* বলা হয় কোনটিকে?
উত্তর: আপীল বিভাগকে।

১৮. দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল কত ধরনের অপরাধের বিচার দ্রুত বিচার পরিচালনা করে?
উত্তর: ৬ ধরনের।

১৯. এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি কী?
উত্তর: মৃত্যুদণ্ড।

২০. বাংলাদেশ দণ্ডবিধি কত সালে প্রণীত হয়?
উত্তর: ১৮৬০ সালে।

২১. নিকার প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?
উত্তর: ১৯৮২ সালে।

Teacher's Work

১. বাংলাদেশের আপিল বিভাগের মোট বিচারক কতজন? *[৩৩তম বিসিএস]*
ⓚ ১১ ⓚⓗ ২১ ⓖ ৯ ⓘ ৫ — ক

২. বাংলাদেশ নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ হয়?
ক) ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ) ১ নভেম্বর, ২০০৭ গ) ১ ডিসেম্বর, ২০০৭ ঘ) ১৬ এপ্রিল, ২০০৮ — খ

৩. পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স কবে জারি করা হয়?
ক) ১৯৮০ খ) ১৯৮৫ গ) ১৯৯৯ ঘ) ২০০০ — খ

Unique Question for Student Practice

১. বাংলাদেশের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদেরকে মনোনীত করেন–
ক প্রধানমন্ত্রী খ রাষ্ট্রপতি
গ মন্ত্রিপরিষদ ঘ জাতীয় সংসদ **খ**

২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন?
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পীকার
গ রাষ্ট্রপতি ঘ প্রধান বিচারপতি **গ**

৩. মোঃ সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের-
ক ১৯তম রাষ্ট্রপতি খ ২০তম রাষ্ট্রপতি
গ ২১তম রাষ্ট্রপতি ঘ ২২তম রাষ্ট্রপতি **ঘ**

৪. বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর 'সুপ্রীম কমান্ডার' কে?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘ সেনাবাহিনী প্রধান **ক**

৫. বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ঘ সেনাবাহিনী প্রধান **খ**

৬. কে প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন?
ক জনগণ খ জাতীয় সংসদ
গ রাষ্ট্রপতি ঘ মন্ত্রিসভা **গ**

৭. বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ তাজউদ্দিন আহমেদ
গ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী ঘ শাহ আব্দুল হামিদ **খ**

৮. বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান কে?
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি **খ**

৯. বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ তাদের কাজকর্মের জন্য কার কাছে দায়ী?
ক রাষ্ট্রপতির কাছে খ জনগণের কাছে
গ জাতিসংঘের কাছে ঘ জাতীয় সংসদের কাছে **ঘ**

১০. বাংলাদেশের চালের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে কোন মন্ত্রণালয়?
ক বাণিজ্য খ পরিকল্পনা
গ অর্থ ঘ এলজিআরডি **ক**

১১. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন কত সালে হয়?
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৯০ সালে
গ ১৯৯৫ সালে ঘ ১৯৯৬ সালে **ক**

১২. বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন কে জারী করেন?
ক আবু সাঈদ চৌধুরী খ খন্দকার মোশতাক আহমেদ
গ জিয়াউর রহমান ঘ হোসেইন মোহাম্মদ এরশাদ **খ**

১৩. বাংলাদেশে গৃহীত এস্টেট একুইজিশন এন্ড টিন্যান্সি অ্যাক্ট কোন সালে পাস হয়?
ক ১৯৫০ সালে খ ১৯৫১ সালে
গ ১৯৯৫ সালে ঘ ১৯৯০ সালে **ক**

১৪. তৎকালীন পূর্ব বাংলার আইনসভা অবস্থিত ছিল?
ক শেরে বাংলা নগরে খ জগন্নাথ হলে
গ তেজগাঁওয়ে ঘ জগন্নাথ কলেজে **খ**

১৫. বর্তমান প্রধান বিচারপতি কততম প্রধান বিচারপতি?
ক ১৯ তম খ ২০ তম গ ২৪ তম ঘ ২২ তম **গ**

১৬. কোন সালে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করা হয়?
ক ২০০৫ খ ২০০৬
গ ২০০৭ ঘ ২০০৮ **গ**

১৭. সংবিধানের কত ধারা অনুযায়ী দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল অধ্যাদেশ ২০০২ করা হয়েছে?
ক ৯২ ধারা খ ৯৪ ধারা
গ ৯৩ (১) ধারা ঘ ৯৬ ধারা **গ**

১৮. কিসের অভাবে সমাজে বিশৃঙ্খলা বা অসংগতি বৃদ্ধি পায়?
ক রাজনীতির খ ন্যায়বিচারের
গ গণতন্ত্রের ঘ অন্যান্য বিচারের **খ**

১৯. বাংলাদেশের বর্তমানে প্রধান বিচারপতির নাম কী?
ক এস কে সিনহা খ এ বি এম খায়রুল ঘশ
গ ওবায়দুল হাসান ঘ ফজলুল করিম **গ**

২০. বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের একজন বিচারপতি অবসর গ্রহণ করেন কত বছর বয়সে?
ক ৬০ বছর খ ৬৫ বছর
গ ৬২ বছর ঘ ৬৭ বছর **ঘ**

২১. বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার আপিল নিষ্পত্তির জন্য গঠিত বেঞ্চের বিচারক সংখ্যা-
ক ৫জন খ ৪জন গ ৩জন ঘ ৬জন **ক**

২২. আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন জাতীয় সংসদে পাস হয় কোন সালের কত তারিখে?
ক ১৭ এপ্রিল, ২০০২ খ ৯ এপ্রিল, ২০০২
গ ১৮ মার্চ, ২০০২ ঘ ৩ এপ্রিল, ২০০২ **খ**

২৩. বাংলাদেশ সরকার কবে 'পলিথিন ব্যবহার নিষিদ্ধ'আইন প্রণয়ন করে?
ক ১৯৯৮ সালে খ ২০০০ সালে
গ ২০০২ সালে ঘ ২০০৪ সালে **গ**

২৪. 'গ্রাম আদালত আইন' প্রণীত হয়েছে কোন সনে?
ক ১৯৭৬ সালে খ ১৯৮৫ সালে
গ ২০০২ সালে ঘ ২০০৬ সালে **ঘ**

২৫. বাংলাদেশের আইনে এসিড নিক্ষেপকারীর সর্বোচ্চ শাস্তি কী?
ক মৃত্যুদণ্ড খ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
গ সশ্রম কারাদণ্ড ঘ ক্ষতিপূরণ **ক**

২৬. বাংলাদেশ ভূমি রেজিষ্ট্রেশন নতুন আইন কোন সময়ে কার্যকর হয়েছে?
ক ১৩ অক্টোবর,২০০৭ খ ১৫ অক্টোবর,২০০৭
গ ১৮ অক্টোবর,২০০৭ ঘ ২০ অক্টোবর,২০০৭ **গ**

২৭. বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে 'উপজেলা বাতিল' বিলটি কত সালে পাস করা হয়েছিল?
ক ১৯৯০ সালে খ ১৯৯১ সালে
গ ১৯৯২ সালে ঘ ১৯৯৩ সালে **গ**

২৮. বিশেষ ক্ষমতা আইন কোন সালে প্রণীত হয়?
ক ১৯৯৮ সালে খ ১৯৯১ সালে
গ ১৯৭৫ সালে ঘ ১৯৭৪ সালে **ঘ**

২৯. বাংলাদেশের পারিবারিক আদালতের আওতায় পড়ে না–
ক বিবাহ বিচ্ছেদ খ শিশুর অভিভাবকত্ব
গ দেনমোহর ঘ নারী ও শিশু পাচার **ঘ**

৩০. এসিড নিক্ষেপণ জনিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধের লক্ষ্যে গৃহীত অপরাধ দমন আইন পাস হয় কবে?
ক ১৭ মার্চ, ২০০২ খ ১৫ মার্চ, ২০০৩
গ ১৫ আগস্ট, ২০০৪ ঘ ১৭ আগস্ট, ২০০৫ ক

৩১. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয় কবে?
ক ১৯৪৮ সালে খ ১৯৮২ সালে
গ ১৯৫৮ সালে ঘ ১৯৬১ সালে খ

৩২. নারীর ক্ষমতায়নের একধাপ বাবার নামের পরেই মায়ের নাম লেখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কবে?
ক আগষ্ট, ২০০০ সালে খ জুলাই, ২০০২ সালে
গ আগষ্ট, ২০০৪ সালে ঘ নভেম্বর, ২০০৪ সালে গ

৩৩. ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবারিক আইন কোন ক্ষেত্রে বেশি অবদান রাখছে?
ক নারী কল্যাণ খ শিশুকল্যাণ
গ বৈবাহিক সংস্কার ঘ পূর্বের তিন ক্ষেত্রেই ঘ

৩৪. বাংলাদেশ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর লক্ষ্য-
ক সরকারের গোপন বিষয়াদি জানা
খ ব্যক্তির গোপন বিষয়াদি জানা
গ সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা
ঘ প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোপনীয়তা রক্ষা করা গ

৩৫. জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন আইন কোন সাল থেকে কার্যকর করা হয়?
ক ২০০৫ সালে খ ২০০৬ সালে
গ ২০০৭ সালে ঘ ২০০৯ সালে খ

৩৬. সংশোধিত আইনের চূড়ান্ত খসড়া অনুসারে ইভটিজিং-এর সর্বোচ্চ শাস্তি কত বছরের কারাদণ্ড?
ক ২ বছর খ ৫ বছর গ ৭ বছর ঘ ১০ বছর গ

৩৭. কোন সালে বাংলাদেশ নিজ সমুদ্রসীমা নির্ধারণ সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করে?
ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৫ সালে
গ ১৯৭৭ সালে ঘ ১৯৮২ সালে ক

৩৮. নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের আইনজীবীদের তালিকাভুক্তিকরণের সাথে সম্পর্কিত?
ক বার কাউন্সিল খ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন
গ আইন কমিশন ঘ সংশ্লিষ্ট জেলা জজ আদালত ক

৩৯. বিচার বিভাগের কাজ কী?
ক আইন প্রণয়ন খ বাজেট পাস
গ দন্ড বিধান ঘ আইনসভা আহবান গ

৪০. বিচার বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি?
ক আইন প্রণয়ন খ ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা
গ সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান ঘ সরকারকে পরামর্শ দেয়া গ

৪১. দোষী ও অপরাধীর শাস্তি বিধানের জন্য রাষ্ট্র কি স্থাপন করেছে?
ক আইন বিভাগ খ পুলিশ বিভাগ
গ বিচারালয় ঘ সেনাবাহিনী গ

৪২. অপরাধ বলতে কী বুঝায়?
ক আইন দ্বারা নিষিদ্ধ কর্ম সম্পাদন
খ অপরের জন্য ক্ষতিকর কর্ম
গ পূর্ব পরিকল্পিত ক্ষতিকর কর্ম সম্পাদন
ঘ সবগুলো সঠিক ক

৪৩. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়?
ক আইন প্রয়োগ খ আইনের ব্যাখ্যা
গ সংবিধানের ব্যাখ্যা ঘ সংবিধান প্রণয়ন ঘ

৪৪. তিন পার্বত্য জেলায় (খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান) জেলা ও দায়রা জজ আদালত চালু হয় কবে?
ক ১ জানুয়ারি, ২০০৮ খ ১ জুলাই, ২০০৮
গ ১ জানুয়ারি, ২০০৯ ঘ ১ জুলাই, ২০০৯ খ

৪৫. নিম্নে উল্লিখিত ফৌজদারি আদালতের যে তালিকা দেয়া হলো তার মধ্যে কোনটির অবস্থান প্রথম হওয়া উচিত বলে মনে করেন?
ক দায়রা জজ আদালত
খ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
গ দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট
ঘ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট ক

৪৬. গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ কবে হতে কার্যকর হয়েছে?
ক ১২-১১-১৯৭৬ খ ১৬-১২-১৯৭৬
গ ১-১১-১৯৭৬ ঘ ১৬-০১-১৯৭৬ খ

৪৭. সর্বোচ্চ আদালত কর্তৃক বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার রায় দেয়া হয় কোন সালে?
ক ১৯৯৬ খ ১৯৯৭ গ ১৯৯৮ ঘ ১৯৯৯ ঘ

৪৮. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ মামলার বাদী–
ক মোস্তফা কামাল খ আমিরুল ইসলাম
গ মাজদার হোসেন ঘ ড. কামাল হোসেন গ

৪৯. মাজদার হোসেন মামলার পরিণতি–
ক স্বাধীন নির্বাচন কমিশন খ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা
গ বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ ঘ স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গ

৫০. কততম সাংবিধানিক সংশোধনের মাধ্যমে সুপ্রীম কোর্টের বিকেন্দ্রিকরণ করা হয়?
ক ৪র্থ সাংবিধানিক সংশোধন
খ ৮ম সাংবিধানিক সংশোধন
গ ৬ষ্ঠ সাংবিধানিক সংশোধন
ঘ ৭ম সাংবিধানিক সংশোধন খ

৫১. বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের কাছ থেকে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটগণ দায়িত্ব নেন–
ক হাইকোর্টের খ লেবার কোর্টের
গ নিম্ন দেওয়ানি আদালতের ঘ নিম্ন ফৌজদারি আদালতের ঘ

৫২. বাংলাদেশের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতসমূহ কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত?
ক জনপ্রশাসন
খ আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ স্বাররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে
ঘ কোনো মন্ত্রণালয়ের অধীনে নয় খ

৫৩. জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য আইন কোনটি?
ক সালিশি আইন খ বেসরকারি আইন
গ দেওয়ানী আইন ঘ ফৌজদারী আইন গ

৫৪. নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগের কার্যাবলী যে প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিচালিত হয় তা হলো–
ক পাবলিক সার্ভিস কমিশন
খ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন
ঘ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ গ

৫৫. দায়রা আদালত কোন অপরাধের বিচার করতে পারে না?
ক হত্যা খ ডাকাতি
গ অবৈধ অস্ত্র দখলে রাখা ঘ রাষ্ট্রদ্রোহিতা ক

৫৬. কেবল সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ কোন ধারায় যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারে?
ক ৫৪ ধারা খ ১৪৪ ধারা
গ ৪২০ ধারা ঘ ১৬৪ ধারা ক

৫৭. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কোন ধারায় 'বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা' সম্পর্কে বলা হয়েছে?
ক ৫০ ধারা খ ৫৩ ধারা
গ ৫৫ ধারা ঘ ৫৭ ধারা গ

৫৮. দণ্ডবিধির কোন ধারায় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে চব্বিশ ঘন্টার বেশি আটক রাখা যাবে না উল্লেখ আছে?
ক ৬০ ধারায় খ ৬১ ধারায়
গ ১৬৭ ধারায় ঘ ৬২ ধারায় খ

৫৯. মানুষের চলাচল, আচরণ ও কর্মকাণ্ডের ওপর বিধি নিষেধ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য জারী করা হয়–
ক ১৪৪ ধারা খ ৫৪ ধারা
গ ৪২০ ধারা ঘ ১৬৪ ধারা ক

৬০. কোনো ব্যক্তির জবানবন্দি রেকর্ড করা হয় কত ধারা অনুসারে?
ক ১৫৪ ধারা খ ১৬৪ ধারা
গ ১৫৮ ধারা ঘ ১০১ ধারা খ

৬১. Penal code অনুযায়ী কোন ধারার অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেয়া যায় না?
ক ৩০২ খ ৩০৩ গ ৩০৪ ঘ ৩৯৬ খ

৬২. Cheating- এর সংজ্ঞা পেনাল কোডের কোন ধারায় আছে?
ক ৪২০ খ ৪১৭ গ ৪১৯ ঘ ৪১৫ ক

৬৩. দণ্ডবিধির কত ধারায় জালিয়াতির অপরাধের শাস্তির বিধান উল্লেখ আছে?
ক ৪৫৬ ধারা খ ৪৬৪ ধারা
গ ৪৬৫ ধারা ঘ ৪৫৮ ধারা গ

৬৪. FIR- এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?
ক First Information Report
খ First Investigation Report
গ Fist Intelligence Report
ঘ Federal Investigation Report ক

৬৫. Adverse witness হলো–
ক প্রতিকূল সাক্ষী
খ যে পক্ষ সাক্ষী আহ্বান করেন এবং সাক্ষী তার বিরুদ্ধে বলে
গ হোস্টাইল সাক্ষী
ঘ সবগুলো সঠিক ঘ

৬৬. Judicial Confession হলো–
ক আদালতে চার্জ গঠনের সময় দোষ স্বীকার
খ জনগণের নিকট দোষ স্বীকার
গ পুলিশের নিকট দোষ স্বীকার
ঘ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক লিপিবদ্ধ আসামীর দোষ স্বীকার ঘ

৬৭. The mening of Amicus Curiae is-
ক Friend of Courts
খ Advisor of the Coun
গ Solicitor of the Court
ঘ Justice of the Coun ক

৬৮. Transfer of foreign fugitive to his home country is-
ক Extraition খ Asylum
গ Enterte ঘ Detente ক

৬৯. সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের সদস্য কতজন?
ক চার জন খ সাত জন
গ তিন জন ঘ এগার জন গ

৭০. বাংলাদেশ কোড-
ক ফোন কোড খ আইন সংকলন
গ ইন্টারনেট ডোমেন ঘ আইএসপি খ

৭১. বাংলাদেশের দণ্ডবিধি প্রণীত হয়–
ক ১৮৭০ সালে খ ১৮৬০ সালে
গ ১৯৮০ সালে ঘ ২০০৬ সালে খ

৭২. ১৪৪ ধারা সর্বাধিক পরিচিত কোন আইনে?
ক দণ্ডবিধি খ সাক্ষ্য আইনে
গ ফৌজদারী কার্যবিধি ঘ কোনটিতেই নয় ক

৭৩. বাংলাদেশের ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণীত হয়–
ক ১৯৯০ সালে খ ১৮৯৮ সালে
গ ১৯৪৭ সালে ঘ ১৭৭৩ সালে খ

৭৪. মুসলিম আইন অনুসারে পিতামাতার সম্পদে একজন কন্যার অংশ পুত্রের অংশের কত শতাংশ
ক ২০% খ ৫০%
গ ৩০% ঘ ২৩% খ

৭৫. ১৯৭৪ সালের শিশু আইনানুযায়ী বাংলাদেশের শিশুদের বয়স কত পর্যন্ত?
ক ১২ বছরের কম খ ১৪ বছরের কম
গ ১৬ বছরের কম ঘ ১৮ বছরের কম ঘ

৭৬. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কত বছরের নিচে শিশুদের শ্রমে নিয়োগ করা যাবে না?
ক ১২ বছর খ ১৪ বছর
গ ১৬ বছর ঘ ১৮ বছর খ

৭৭. বাংলাদেশের উত্তরাধিকার নীতি–
ক পিতৃসূত্রীয় খ মাতৃসূত্রীয়
গ মাতৃতান্ত্রিক ঘ পিতৃতান্ত্রিক ক

৭৮. বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী নারী ও পুরুষের বিয়ের সর্বনিম্ন বয়স কত?
ক ১৯ ও ২১ খ ১৮ ও ২০
গ ১৮ ও ২১ ঘ ১৮ ও ২৫ গ

৭৯. বাংলাদেশের স্থানীয় শাসন অর্ডিন্যান্স জারি হয়–
ক ১৯৭৪ সালে খ ১৯৭৬ সালে
গ ১৯৭৮ সালে ঘ ১৯৮০ সালে খ

৮০. যৌতুক দেওয়া ও নেওয়ার সর্বোচ্চ শাস্তি–
ক ১০ বছর কারাদন্ড খ মৃত্যুদণ্ড
গ যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘ পাঁচ বছর কারাদণ্ড ঘ

৮১. সরকারি পরীক্ষা (অপরাধ) আইন কবে প্রণীত হয়?
ক ১৯৮১ সালে খ ১৯৮০ সালে
গ ১৯৮৫ সালে ঘ ১৯৮২ সালে

Home Work

১. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে? [৪৬তম বিসিএস]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
খ সৈয়দ নজরুল ইসলাম
গ তাজউদ্দীন আহমেদ
ঘ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী — ক

২. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক রাষ্ট্রপতি খ স্পীকার
গ চীপ হুইপ ঘ প্রধানমন্ত্রী — ক

৩. কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক আইনের প্রয়োগ খ আইনের ব্যাখ্যা
গ সংবিধানের ব্যাখ্যা ঘ সংবিধান প্রণয়ন — ঘ

৪. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কত সালে জারি হয়? [৪৫তম বিসিএস]
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৮১ সালে
গ ১৯৮৫ সালে ঘ ১৯৯১ সালে — গ

৫. বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি– [৪৪তম বিসিএস]
ক এককেন্দ্রিক খ যুক্তরাষ্ট্রীয়
গ রাজতন্ত্র ঘ রাষ্ট্রপতিশাসিত — ক

৬. তথ্য অধিকার আইন কোন সালে চালু হয়? [৪৩তম বিসিএস]
ক ২০০২ খ ২০০৬ গ ২০০৯ ঘ ২০১১ — গ

৭. বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন–[৪৩তম বিসিএস]
ক আইনমন্ত্রী খ আইন সচিব
গ অ্যাটর্নি জেনারেল ঘ প্রধান বিচারপতি — গ

৮. বাংলাদেশে ভোটার হওয়ার সর্বনিম্ন বয়স কত? [৪৩তম বিসিএস]
ক ১৮ খ ১৯ গ ২০ ঘ ২১ — ক

৯. দেশের কোন এলাকাতেই ভোটার হননি এমন ব্যক্তি সংসদ নির্বাচনে– [৪১তম বিসিএস]
ক নির্বাচন কমিশনের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
খ আইন মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
গ সংশ্লিষ্ট দলীয় কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে প্রার্থী হতে পারবেন
ঘ কোনোক্রমেই প্রার্থী হতে পারবেন না — ঘ

১০. বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন কখন অনুষ্ঠিত হয়? [৪১ ,৪০ ,৩৪ ,২৮তম বিসিএস]
ক ৭ মার্চ ১৯৭৩ খ ১৭ মার্চ ১৯৭৩
গ ২৭ মার্চ ১৯৭৩ ঘ ৭ মার্চ ১৯৭৪ — ক

১১. শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সাফল্যের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কী অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন? [৩৯তম বিসিএস]
ক প্ল্যানেট ৫০-৫০ খ এমডিজি অ্যাওয়ার্ড-২০১০
গ জাতিসংঘ শান্তি পুরস্কার ঘ সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী — খ

১২. আইন প্রণয়নের ক্ষমতা– [৩৮তম বিসিএস]
ক আইন মন্ত্রণালয়ের খ রাষ্ট্রপতি
গ স্পিকারের ঘ জাতীয় সংসদের — ঘ

১৩. মাত্র ১টি সংসদীয় আসন রয়েছে– [৩৭তম বিসিএস]
ক লক্ষ্মীপুর জেলায় খ মেহেরপুর জেলায়
গ ঝালকাঠী জেলায় ঘ রাঙ্গামাটি জেলায় — ঘ

১৪. বাংলাদেশের কোন জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব চালু হয়? [৩৭তম বিসিএস]
ক প্রথম খ দ্বিতীয় গ সপ্তম ঘ অষ্টম — গ

১৫. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের প্রথম সংসদ নেতা কে? [৪১তম বিসিএস]
ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খ মোহাম্মদ উল্লাহ
গ তাজউদ্দিন আহমেদ ঘ ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী — ক

১৬. একনেক (ECNEC)-এর প্রধান কে? [৪৩তম বিসিএস]
ক প্রধানমন্ত্রী খ অর্থমন্ত্রী
গ বাণিজ্যমন্ত্রী ঘ পরিকল্পনা মন্ত্রী — ক

১৭. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার ন্যূনতম বয়স– [৩৮তম বিসিএস]
ক ৩০ বছর খ ৩৫ বছর গ ৪০ বছর ঘ ৪৫ বছর — খ

১৮. বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতির নাম কী? [২৯ তম বিসিএস]
ক সৈয়দ নজরুল ইসলাম খ তাজউদ্দিন আহমেদ
গ শেখ মুজিবুর রহমান ঘ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী — গ

১৯. প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগের বাইরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজ এককভাবে করতে পারেন? [২১তম ও ১৮তম বিসিএস]
ক প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ
খ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ
গ প্রধান বিচারপতি নিয়োগ
ঘ অডিটর জেনারেল নিয়োগ — গ

২০. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হবার নূন্যতম বয়স কত? [৩৯তম; ১৮তম বিসিএস/মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা -১৭]
ক ২০ বছর খ ৩০ বছর
গ ৩৫ বছর ঘ ২৫ বছর — ঘ

২১. প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা কার কর্তৃত্বে প্রযুক্ত হয়? [৩৯তম বিসিএস]
ক মন্ত্রী খ সচিব গ প্রধানমন্ত্রী ঘ রাষ্ট্রপতি — গ

২২. বেসরকারি বিল কাকে বলে? [২৬তম বিসিএস]
ক স্পিকার যে বিলকে বেসরকারি বলে ঘোষণা দেন
খ সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
গ বিরোধী দলের সদস্যদের উত্থাপিত বিল
ঘ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত কোনো বিল — খ

২৩. বাংলাদেশের অষ্টম জাতীয় সংসদে কোন সদস্য নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন? [২৫তম বিসিএস]
ক বেগম খালেদা জিয়া খ শেখ হাসিনা
গ জমির উদ্দিন সরকার ঘ আবদুল হামিদ — ঘ

Note: দ্বাদশ জাতীয় সংসদে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী নিজেই নিজের কাছে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেন।

২৪. জাতীয় সংসদ ভবন কত একর জমির ওপর নির্মিত? [২১তম বিসিএস]
ক ৩২০ একর খ ২১৫ একর
গ ১৮৫ একর ঘ ১২২ একর — খ

২৫. জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে? [২১তম বিসিএস]
ক লুই আই কান খ মাজাহারুল হক
গ এফ রহমান খান ঘ এফ আর খান — ক

২৬. বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০২৪ সালের কত তারিখে অনুষ্ঠিত হয়? [১৩তম বিসিএস]
ক ১৬ ফেব্রুয়ারি খ ৭ জানুয়ারি
গ ২ মার্চ ঘ ৪ মার্চ — খ

২৭. জাতীয় সংসদে 'কাস্টিং' ভোট কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক সংসদ নেতার ভোট খ হুইপের ভোট
গ স্পিকারের ভোট ঘ রাষ্ট্রপতির ভোট — গ

২৮. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কয় কক্ষ বিশিষ্ট? [৩৬তম বিসিএস]
ক এক কক্ষ খ দুই বা দ্বিকক্ষ
গ তিন কক্ষ ঘ বহুকক্ষ বিশিষ্ট — ক

২৯. বাংলাদেশের আপীল বিভাগের মোট বিচারক কত জন? [৩৩তম বিসিএস]
ক ১১ খ ২১ গ ৯ ঘ ১৫ — ক

৩০. বাংলাদেশে বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে কবে পৃথক করা হয়? [৩০তম বিসিএস]
ক ৯ নভেম্বর, ০৭ খ ১ নভেম্বর, ০৭
গ ৮ নভেম্বর, ০৮ ঘ ১১ নভেম্বর, ০৮ — খ

৩১. **ষষ্ঠ জাতীয় সংসদে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের বিল পাস হয়-** *[২১তম বিসিএস]*
ক ২৫ মার্চ '৯৬ খ ২৬ মার্চ '৯৬
গ ২৭ মার্চ '৯৬ ঘ ২৮ মার্চ '৯৬ — গ

৩২. **রাষ্ট্র গঠনের জন্য অপরিহার্য উপাদান কোনটি?** [বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (BREB), সহকারী জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-'২৩]
ক সরকার খ গণতন্ত্র
গ রাজনৈতিক দল ঘ সংসদ — ক

৩৩. **আইন প্রণয়ন এর ক্ষমতা-** [বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লি., গ্রাউন্ড সার্ভিস অ্যাসিস্ট্যান্ট-'২৩]
ক আইন মন্ত্রণালয়ের খ রাষ্ট্রপতির
গ স্পিকারের ঘ জাতীয় সংসদের — ঘ

৩৪. **বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন কবে পাস হয়?** [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক ২৯ মার্চ, ২০০৯ খ ২২ মার্চ, ২০০৯
গ ২৭ মার্চ, ২০০৯ ঘ ২১ মার্চ, ২০০৯ — ক

৩৫. **'প্যারোল' অর্থ কী?** [জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, অফিস সহায়ক-'২৩]
ক মামলা বাতিল ও মুক্তি খ নির্বাহী আদেশে মুক্তি
গ জামিনে মুক্তি ঘ সাধারণ মুক্তি — খ

৩৬. **জাতীয় সংসদের সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করা হয় কোন তারিখে?** [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক ৭ মার্চ, ২০২৩ খ ৭ মার্চ, ২০২২
গ ৭ এপ্রিল, ২০২১ ঘ ৭ এপ্রিল, ২০২৩ — ঘ

৩৭. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি কে?** [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক বব লুই খ লারোস
গ লুই আই কান ঘ এফ আর খান — গ

৩৮. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা-** [স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), অফিস সহায়ক-'২৩]
ক ৩০০ খ ৩৫০ গ ৩৩০ ঘ ৩৬০ — খ

৩৯. **বাংলাদেশের প্রধান আইন কর্মকর্তা হলেন-** [মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, সহকারী পরিচালক-'২৩]
ক আইন সচিব খ অ্যাটর্নি জেনারেল
গ প্রধান বিচারপতি ঘ আইনমন্ত্রী — খ

৪০. **কার নেতৃত্বে বাংলাদেশে প্রথম আইন সংস্কার কমিশন গঠিত হয়?** [ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে টেলিফোন বোর্ডের সহকারী পরিচালক- ১৫]
ক বিচারপতি কামাল উদ্দিন খ বিচারপতি এটিএম আফজাল
গ বিচারপতি মোস্তফা কামাল ঘ বিচারপতি এফ. কে. এম. এ. মুনিম — ক

৪১. **আইন কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এবিএম খায়রুল হক যোগদান করেন—** [বন শিল্প কর্পোরেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক- ২০১৩]
ক ২৩ জুলাই, ২০১৩ খ ২৩ মে, ২০১৩
গ ২৩ জুন, ২০১৩ ঘ ২৩ এপ্রিল, ২০১৩ — ক

৪২. **বর্তমানে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের কততম রাষ্ট্রপতি?** [সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, উচ্চমান সহকারী-'২৩]
ক ১৯তম খ ২০তম গ ২১তম ঘ ২২তম — ঘ

৪৩. **বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির শপথ বাক্য পাঠ করান কে?** *[সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ সহকারী প্রকৌশলী- ২০২১]*
ক প্রধান বিচারপতি
খ স্পিকার
গ প্রধানমন্ত্রী
ঘ আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি — খ

৪৪. **বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি কে?** *[বাংলাদেশ কর্মসংস্থান ব্যাংক, সহকারী অফিসার (সাধারণ/ক্যাশ)-'২৩]*
ক জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ খ জনাব লতিফুর রহমান
গ জনাব আফজাল ঘ জনাব এ.এস.এম সায়েম — ঘ

৪৫. **বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের বিচারকের সর্বোচ্চ বয়স কত বছর?** *[বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ), প্রটোকল অফিসার-'২৩]*
ক ৬৫ খ ৬৭ গ ৬৯ ঘ ৬২ — খ

৪৬. **প্রধান বিচারপতিকে কে নিয়োগ দিয়ে থাকেন?** *[বিটিআরসি-এর উপসহকারী পরিচালক (কারিগরি)- ২০২১]*
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার
গ রাষ্ট্রপতি ঘ জাতীয়সংসদ — গ

৪৭. **বাংলাদেশের প্রথম অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন—** *[তুলা উন্ন.বোর্ডে. কর্মকর্তা-১৫]*
ক তোফাজ্জল হোসেন খন্দকার খ ফকির সাহাবুদ্দিন আহমদ
গ ব্যারিস্টার রফিক-উল হক ঘ সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ — ক

৪৮. **বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেলের মেয়াদকাল কত বছর?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ২০১৭]*
ক ৪ বছর
খ ৫ বছর
গ ৬ বছর
ঘ রাষ্ট্রপতির সন্তোষানুযায়ী সময়সীমা — ঘ

৪৯. **বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রধান—** [পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক-১৭]
ক রাষ্ট্রপতি খ অ্যাটর্নি জেনারেল
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ স্পিকার — ক

৫০. **বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন কে আহ্বান করেন?** [প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ কার্যালয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা: ১৪]
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার
গ রাষ্ট্রপতি ঘ প্রধান বিচারপতি — গ

৫১. **বাংলাদেশের বর্তমান সরকার প্রধান কে?** [সমাজসেবা অধিদপ্তরের ইনস্ট্রাক্টর -'১৭]
ক রাষ্ট্রপতি খ প্রধানমন্ত্রী
গ স্পিকার ঘ প্রধান বিচারপতি — খ

৫২. **বিচার বিভাগের কাজ কী?** [মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক - ১৭]
ক আইন প্রণয়ন খ বাজেট পাস
গ দণ্ড বিধান ঘ আইনসভা আহ্বান — গ

৫৩. **বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন কে?** [আনসার ও ভিডিপি অধিদপ্তরের সার্কেল অ্যাডজুট্যান্ট -১৭]
ক প্রধানমন্ত্রী খ স্পিকার
গ রাষ্ট্রপতি ঘ জাতীয় সংসদ — গ

৫৪. **সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন কোথায়?** [বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার- ২০১৭]
ক ঢাকায় খ রাজশাহীতে
গ চট্টগ্রামে ঘ খুলনায় — ক

৫৫. **বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকারের নাম কী?** *[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঘ ইউনিট: ১৭-১৮]*
ক নাজমা চৌধুরী খ শিরীন শারমিন চৌধুরী
গ মাহমুদা চৌধুরী ঘ শিরীন ওসমান চৌধুরী — খ

৫৬. **বাংলাদেশের বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম কী?** *[NSI ওয়াচার কনস্টেবল ২১]*
ক মাহবুবে আলম খ আবদুল মতিন খসরু
গ এস.এম. মুনীর ঘ এ এম আমিন উদ্দিন — ঘ

৫৭. **বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যকরী 'বিস্ফোরক আইন' কবে পাস হয়-** *[জরিপ অধিদপ্তরের সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট-১৯]*
ক ১৮৭৩ সালে খ ১৮৭৪ সালে
গ ১৮৭৫ সালে ঘ ১৮৭৬ সালে — খ

৫৮. **স্বাধীন বাংলাদেশর নির্বাচিত প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কে?** *[বিআর ই বি –এর উপ সহকারী প্রকৌশলী- ২০২০]*
ক শেখ মুজিবুর রহমান খ তাজউদ্দীন আহমেদ
গ সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঘ আতাউর রহমান — ক

৫৯. **কার উপর আদালতের কোনো এখতিয়ার নেই?** *[মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অধীনে উপজেলা মহিলা কর্মকর্তা- ২০১৭]*
ক প্রধান বিচারপতি খ সেনাপ্রধান
গ প্রধানমন্ত্রী ঘ রাষ্ট্রপতি — ঘ

৬০. **কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দেন?** *[মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক -'১২]*
ক জনগণ খ জাতীয় সংসদ
গ রাষ্ট্রপতি ঘ মন্ত্রিসভা — গ

Class Test

১. **বর্তমানে প্রচলিত কোম্পানি অ্যাক্ট আইন কোন সালে প্রণীত হয়?**
ক ১৯১৩ খ ১৮৮১
গ ১৯৯১ ঘ ১৯৯৪

২. **অবৈধ অর্থ ব্যবহার ও লেনদেন রোধে যে আইনটি ব্যবহার করা হয়–**
ক অবৈধ অর্থ লেনদেন আইন
খ মানি লন্ডারিং প্রিভেনশন আইন
গ অর্থ ব্যবহার ও লেনদেন আইন
ঘ মানি লন্ডারিং আইন

৩. **বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূমি অর্ডিন্যান্স কোন সালে করা হয়?**
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৮৪ সালে
গ ১৯৮৬ সালে ঘ ১৯৯০ সালে

৪. **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এ ধারা কয়টি?**
ক ৫৯ খ ৫৬
গ ৫৭ ঘ ৫৮

৫. **বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন চালু হয়–**
ক ২০০০ সালে খ ২০০২ সালে
গ ২০০৩ সালে ঘ ২০০৪ সালে

৬. **বাংলাদেশে কোম্পানি অ্যাক্ট সংশোধিত হয়–**
ক ১৯১৩ সালে খ ১৯৮৬ সালে
গ ১৯৯২সালে ঘ ১৯৯৪ সালে

৭. **পারিবারিক আদালত অর্ডিন্যান্স কবে জারি করা হয়?**
ক ১৯৮০ সালে খ ১৯৮৫ সালে
গ ১৯৮১ সালে ঘ ১৯৯১ সালে

৮. **বাংলাদেশের দেউলিয়া আইন কখন পাশ হয়?**
ক ১৯৯৯ খ ১৯৯৭
গ ২০০৭ ঘ ১৯৯১

৯. **অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন কত সালে বাতিল করা হয়?**
ক ১৯৯৭ সালে খ ২০০০ সালে
গ ২০০১ সালে ঘ ২০০৩ সালে

১০. **মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের প্রধান উদ্দেশ্য কী?**
ক কালো টাকা সাদা করা
খ কর আদায় বৃদ্ধি করা
গ অপ্রদর্শিত আয় চিহ্নিত করা
ঘ সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করা

biddabari

উত্তরমালা

১	ঘ
২	খ
৩	খ
৪	খ
৫	ক
৬	ঘ
৭	খ
৮	খ
৯	খ
১০	ঘ

এই Lecture Sheet পড়ার পাশাপাশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেয়া এসাইনমেন্ট এর 'বাংলাদেশ বিষয়াবলি' অংশটুকু ভালোভাবে চর্চা করতে হবে।

biddabari your success benchmark